বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মামলা নং- ১/২০১৮		আবেদনের তারিখ : ০২-১০-২০১৭ ইং
অভিযোগকারী	:	ব্যারিস্টার এম. সারোয়ার হোসেন, এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।
		বনাম
প্রতিপক্ষ	:	১। চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ কমিটি, RAOWA,ভিআইপি রোড, ডিওএইচএ, মহাখালী,ঢাকা। ২। ইকবাল হোসেন ক্যাটারিং সার্ভিস লি:, হা-১৫/২, রো-৬/এ, নবোদয় হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
আদেশের তারিখ		১৬-০৫-২০১৮ ইং
কোরাম		১। জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। ২। জনাব এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী, সদস্য-১, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। ৩। জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা, সদস্য-২, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।
		আদেশ
		আবেদনকারী কমিশনের চেয়ারপার্সন বরাবরে ০২-১০-২০১৭ তারিখে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি অনুসন্ধানের নিমিত্ত কমিশনের তদন্ত ও অনুসন্ধান ইউনিট বরাবর প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত অভিযোগটি তদন্ত ও অনুসন্ধান ইউনিট কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান ক্রমে সীলগালা যুক্ত খামে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনটিতে প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(১) ধারা লংঘনের প্রাথমিক সত্যতা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।
আবেদনকারীর অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা		আবেদনকারী তার অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের সামাজিক সংস্থা ১ম প্রতিপক্ষ অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি সংস্থার আয় বর্ধনের লক্ষ্যে কনভেনশন হল-এ ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ হলটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্যে রাওয়ার সদস্য অথবা সাধারণ জনগন ভাড়া নিয়ে নির্দিষ্ট শর্তাবলী অনুসরণ করে ব্যবহার করতে পারে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাবার সরবরাহের জন্য ১ম প্রতিপক্ষ, ২য় প্রতিপক্ষকে এককভাবে ইজারা প্রদান করেছে। অর্থাৎ ১ম প্রতিপক্ষের কনভেনশন হল ভাড়া নিলে শর্তানুসারে কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র ২য় প্রতিপক্ষের নিকট হতে খাবার সরবরাহ নিতে বাধ্য থাকবেন। ২য় প্রতিপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য তালিকা অনুসারে খাবার গ্রহণকারীকে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। অথচ এ কনভেনশন হল-এর ০৩(তিন) কি.মি. এর মধ্যে থাকা আরও ০৭(সাত)-টি সমধর্মী কনভেনশন হল রয়েছে যা, ভাড়া নিলে তাদের তালিকাভুক্ত একাধিক ক্যাটারিং সার্ভিস হতে পছন্দ অনুসারে একজনকে গ্রাহক বাছাই করে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে ১ম প্রতিপক্ষ, ২য় প্রতিপক্ষকে একক ও একচেটিয়াভাবে ব্যবসা করার সুযোগ দেয়াটা প্রতিযোগিতা আইন বিরোধী।
আবেদনকারীর প্রার্থীত প্রতিকার		ক. ১ম এবং ২য় প্রতিপক্ষের মধ্যে ক্যাটারিং সার্ভিসের জন্য সম্পাদিত চুক্তি শুনানি সাপেক্ষে বেআইনি ঘোষণা করা; খ. সুস্থ প্রতিযোগিতার স্বার্থে অভিযোগটি শুনানিকালীন সময়ে অন্তবর্তীকালীন আদেশ হিসেবে অন্তত ১০(দশ) টি ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করার জন্য ১ম প্রতিপক্ষকে আদেশ প্রদান করা।
১ম প্রতিপক্ষের লিখিত জবাবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা		১ম প্রতিপক্ষ তার নিয়োগকৃত আইনজীবীর দ্বারা লিখিত জবাবে উল্লেখ করেন যে, ১ম প্রতিপক্ষ The Societies Registration Act,1860 আইন অনুসারে গঠিত একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক কল্যাণমূলক সংস্থা। তাদের উদ্দেশ্য হলো অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে বন্ধুপ্রতিম ও ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব গড়ে তোলা এবং একই সাথে তাদের পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা। এ সংস্থা কোন প্রকার বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে না এবং দেশের বাজার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে তাদের কোন অংশীদারিত্ব

		নেই। আবেদকারীর আনীত অভিযোগ সম্পূর্ন অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল তাদের চাহিত ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাকে কনভেনশন হল-এ নিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়ে আবেদনকারীর মাধ্যমে এ ভিত্তিহীন অভিযোগটি দায়ের করেছেন। ১ম প্রতিপক্ষ তাদের কোন কর্মকান্ডে প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(১) ধারা লংঘন করেনি। ২য় প্রতিপক্ষের সাথে ১ম প্রতিপক্ষের চুক্তিটিও আইন অনুসারে হয়েছে, যা প্রতিযোগিতা বিরোধী নয়। গুণগত ও মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাকে নিয়োগ করা প্রতিযোগিতা আইনের লংঘন নয়। একই সাথে প্রতিযোগিতা আইনে প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। আবেদনকারী রাওয়া এর মেম্বার হওয়া সত্তেও যথাযথ কর্তৃপক্ষের (নির্বাহী কমিটি) মাধ্যমে তার সমস্যার সমাধান না করে কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের করা রাওয়া-এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অসদাচরণ পর্যায়ভুক্ত।
২য় প্রতিপক্ষের লিখিত জবাবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা		২য় প্রতিপক্ষ তার লিখিত জবাবে উল্লেখ করেন যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত একটি ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। ১ম প্রতিপক্ষের সাথে ০৫(পাঁচ) কোটি টাকা নিরাপত্তা জামানত এবং ০৫(পাঁচ) কোটি টাকা অগ্রীম প্রদান পূর্বক ১২ সেপ্টেম্বর,২০১৩ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই চুক্তি অনুসারে ২য় প্রতিপক্ষ ১ম প্রতিপক্ষের দ্বারা পরিচালিত কনভেনশন হল-এ সকল তৈজসপত্র, রান্নার সরঞ্জাম, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি সহ ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা করেছে । এর দ্বারা ২য় প্রতিপক্ষ ১ম প্রতিপক্ষের দ্বারা একটি অংশীদারিত্ব ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। ২য় প্রতিপক্ষ এই কনভেনশন হল-এর খাবার সরবরাহ করাসহ হল-এ অন্যান্য ব্যবস্থাপনা নিমিত্ত বিনিয়োগ করেছে। মূলত ২য় প্রতিপক্ষের কর্মকান্ড প্রতিযোগিতা আইনের লংঘন নয় এবং এ আইনের আওতা বহির্ভূত। এ কারনে আবেদনকারীর আবেদনটি ২য় প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
বিবেচ্য বিষয়	:	১। অভিযোগটি প্রতিযোগিতা আইনের আওতাভূক্ত কি না? ২। প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে কি না?
বিবেচ্য বিষয় বিশ্লেষণ		<u>১ নং বিবেচ্য বিষয় বিশ্লেষণঃ</u> ১ম প্রতিপক্ষ দাবি করেন The Societies Registration Act,1860 আইন অনুসারে RAOWA গঠিত হয়। এটি একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক কল্যাণমূলক সংস্থা। এটি কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান নয়। ১ম প্রতিপক্ষের এই দাবি আংশিকভাবে সঠিক কারণ RAOWA অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হলেও বিবেচ্য মামলাটিতে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে নির্বাহী কমিটি একটি ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এমন একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যার উদ্দেশ্য অর্থের বিনিময়ে সেবা প্রদান করা। ফলে বিষয়টিতে ব্যবসায়ীক সম্পৃক্ততা রয়েছে। এটি আরও স্পষ্ট হয় ২য় প্রতিপক্ষের জবাবে। ২য় প্রতিপক্ষ ইকবাল ক্যাটারিং-এর পক্ষে বলা হয়, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে অংশগ্রহন করে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে রাওয়া কনভেনশন সেন্টার ০৬(ছয়) বছরের জন্য লীজ গ্রহন করা হয়। লীজ অনুসারে কনভেনশন হল-এর অভ্যন্তরীন অবকাঠামো, বহির্ভাগের আলোকসজ্জা নিয়ন সাইনবোর্ড স্থাপন রান্না ও খাদ্য পরিবেশনের কাজে ব্যবহার্য সকল সামগ্রীর সরবরাহ করে। লীজ গ্রহনকালে ২য় প্রতিপক্ষ ১ম প্রতিপক্ষকে নিরাপত্তা জামানত (Security money) হিসেবে ০৫(পাঁচ) কোটি টাকা এবং অগ্রীম হিসেবে ০৫(পাঁচ) কোটি টাকা সহ মোট ১০(দশ) কোটি টাকা প্রদান করা হয়। শুনানীকালে ২য় প্রতিপক্ষ জানান তারা ১ম প্রতিপক্ষের ভাড়াটিয়া হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এছাড়া চুক্তি মোতাবেক প্রতি অনুষ্ঠান শেষে জনপ্রতি ১০০/-(একশত) টাকা হারে ২য় প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১ম প্রতিপক্ষকে প্রদান করে (উভয় চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯)। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতা সম্পর্কে প্রতিযোগিতা আইন,২০১২ ধারা-২(ড) এ বর্ণনা করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ *"ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান" অর্থ এমন ব্যক্তি বা অর্থনৈতিক সত্ত্বা বা সরকারের এমন কোন বিভাগ যিনি বা যাহা যে কোন প্রকারের পণ্যের উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, সরবরাহ, পরিবেশন, অধিগ্রহণ বা নিয়ন্ত্রণ বা সেবার সংস্থান সংক্রান্ত কোন কার্যক্রমে অথবা বিনিয়োগ বা ব্যবসা অর্জন, ধারণ, দায়গ্রহণ বা শেয়ার, ডিবেঞ্চার এবং অন্য কোন বিধিবদ্ধ সংস্থার জামানত সংক্রান্ত লেনদেনসহ অন্যান্য কার্যক্রমে সরাসরি অথবা এক বা একাধিক ইউনিটে বা বিভাগে বা অধীনস্থ (Subsidiary) হিসাবে, নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন, এইরূপ ইউনিট, বিভাগ বা অধীনস্থতা যেই স্থানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অবস্থিত সেই স্থানে হউক বা ভিন্ন স্থানে হউক তাহাকে বুঝাইবে; তবে সরকারের মুদ্রা ও প্রতিরক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট এমন কোন কার্যক্রম এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।*

		উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, RAOWA এর গঠনতন্ত্র মোতাবেক ১ম প্রতিপক্ষ একটি অলাভজনক সংস্থা হলেও তাদের ক্যাটারিং সার্ভিস সংক্রান্ত কার্যক্রম ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অন্তর্গত। <u>২ নং বিবেচ্য বিষয় বিশ্লেষণঃ</u> প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(১) ধারা মতে কোন ব্যক্তি কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ সংক্রান্ত এমন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবেনা যা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। বিবেচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১ম প্রতিপক্ষের কনভেনশন হলের আনুমানিক ০৩(তিন) কি.মি. এর মধ্যে সেনাকুঞ্জ, সেনা মালঞ্চ, আর্মি গলফ গার্ডেন, ট্রাস্ট অডিটোরিয়াম, কনভেনশন হল ডিওএইচএস, ফ্যালকন কমিউনিটি হল ও শাহীন হল সহ মোট ০৭(সাত) টি সমধর্মী প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহে সর্বনিম্ন ০৭(সাত) টি হতে সর্বোচ্চ ৩৫(পঁয়ত্রিশ) টি ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত রয়েছে। অপরপক্ষে ১ম প্রতিপক্ষের পরিচালিত কনভেনশন হলটিতে শুধুমাত্র একটি ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (২য় প্রতিপক্ষ)-কে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যা, কনভেনশন হল-এ আসা সেবা গ্রহীতাদের পছন্দ/বাছাই করার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করেছে। একই সাথে প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(১) ধারা অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাদের জন্য বিরূপ প্রতিযোগিতা মূলক পরিবেশসহ মনোপলি অবস্থা সৃষ্টি করেছে। বিষয়টি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করায় ক্যাটারিং সেবা গ্রহীতাদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সেবা প্রাপ্তিতে বাঁধা সৃষ্টি করে এবং ১ম প্রতিপক্ষ ২য় প্রতিপক্ষকে একচেটিয়াভাবে ব্যবসা করার আইন বিরুদ্ধ সুযোগ সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে। নির্বাহী কমিটি RAOWA কর্তৃক ক্লাবের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ড ১ম প্রতিপক্ষ ও ২য় প্রতিপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির বিষয়ে গত ২৭-০৮-২০১৭ তারিখে মতামত প্রদান করেন। মতামতের ১২৫ ও ১২৬ নং অনুচ্ছেদে যথাক্রমে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ প্রদান করে- *"Board confirms in consultation with legal practitioners that Agreement between IHCS and RAOWA Dated 16th November 2013 is legally invalid".* *"Board recommends that there should be more than one vendor for RAOWA convention halls providing catering services to avoid chances of getting trapped and or monopolization of one vendor".* বোর্ডের এই সুপারিশ হতে ১ম প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ম প্রতিপক্ষ ১২/০৯/২০১৩ (প্রায় ৪ বৎসর যাবৎ) হতেই কনভেনশন হল-এ আগত সেবা গ্রহীতাদের প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সেবা প্রাপ্তিতে বঞ্চিত করে ২য় প্রতিপক্ষের মাধ্যমে এককভাবে নির্ধারিত মূল্যে সেবা গ্রহনে বাধ্য করেছে যা, প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(১) ধারার লংঘন।
সিদ্ধান্ত		উপর্যুক্ত ০২(দুই) টি বিবেচ্য বিষয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১ম প্রতিপক্ষ সামাজিক অলাভজনক ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেজিষ্ট্রিকৃত হলেও ২য় প্রতিপক্ষের সাথে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ১ম প্রতিপক্ষের পরিচালিত কনভেনশন হল পরিচালনায় ২য় প্রতিপক্ষকে এমনভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে যে, সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তিতে প্রতিযোগিতা বিরোধী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা, প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(১) ধারার লংঘন। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান এদেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতা আইনটিও তুলনামূলক ভাবে একটি নতুন ধারণা। যে কোন আইনের উদ্দেশ্য হল জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, সংস্কার ও সংশোধন করা। আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে সফলতা পাওয়ার অন্যতম পূর্ব শর্ত জনসচেতনতা। প্রতিযোগিতা আইন ও প্রতিযোগিতা কমিশন সম্পর্কে এদেশের আপামর জনতা এখনও ওয়াকিবহাল নন। প্রতিযোগিতা কমিশন এডভোকেসির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি সহ প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া এই মামলাটি প্রতিযোগিতা কমিশনের নিকট দায়েরকৃত প্রথম অভিযোগ। অধিকন্তু ১ম প্রতিপক্ষ কর্তৃক ০৬-০৫-২০১৮ তারিখে দাখিলকৃত লিখিত বক্তব্যের অনুচ্ছেদ 7(d) অনুযায়ী তাদের সর্বশেষ অবস্থান নিম্নরূপ- *"The present Executive Committee of RAOWA took over the management, they received few complains as to the service of "Iqbal Catering Services", accordingly on 18.03.2018, the present Executive Committee of RAOWA unanimously decided to cancel the agreement between RAOWA and the "Iqbal Catering Services". It was also decided that afresh tender would be called to*

enlist at least 06 (six) new catering service provider for RAOWA Convention Centers. Accordingly, the notices for enlistment of new catering service were published on 09.04.2018 in different wide circulated national dailies namely The Daily Star, The Daily Prothom Alo, The Daily Ittefaq. On 30.04.2018, upon opening the tender box, RAOWA found 12 different offers for Catering Service and 30 different offers for Even Management which is under evaluation for selection".

এ বক্তব্য হতে দেখা যায় যে, ১ম প্রতিপক্ষ গত ০৯-০৪-২০১৮ তারিখ বাংলাদেশের ৩ টি শীর্ষ স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় নতুন করে কমপক্ষে ৬টি ক্যাটারার প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভূক্ত করার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর গত ৩০-০৪-২০১৮ তারিখ ১ম প্রতিপক্ষ দরপত্র উন্মুক্ত করণের দিন ১২টি বিভিন্ন ক্যাটারিং সার্ভিস তালিকাভূক্তির আবেদন পায়। ১ম প্রতিপক্ষের এ কর্মকান্ড হতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা পূর্বেকৃত ত্রুটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
একারণে কমিশন সার্বিক বিবেচনায় প্রতিযোগিতা আইনের ১৭ ধারা মোতাবেক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সহ নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

অতএব, কমিশন ঐক্যমতের ভিত্তিতে এই মর্মে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করছে যে, ১ম প্রতিপক্ষ আগামী ৩০-০৬-২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে ২য় প্রতিপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল ও উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে একাধিক ক্যাটারিং সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগের ব্যবস্থা সম্পন্ন করবে। সকল কর্মকান্ড সম্পন্ন করে ১ম প্রতিপক্ষ একটি আদেশ প্রতিপালন প্রতিবেদন আগামী ০৮-০৭-২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে কমিশন বরাবর প্রেরণ করবে।
কমিশনের সচিব অত্র আদেশটি জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

স্বাক্ষরিত/
মোঃ আবুল হোসেন মিঞা, সদস্য-২

স্বাক্ষরিত/
এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী, সদস্য-১

স্বাক্ষরিত/
মো: ইকবাল খান চৌধুরী, চেয়ারপার্সন।